CENTRE FOR POLICY DIALOGUE
Celebrating 30 1993-2023
Generating Knowledge, Giving Voice, Challenging Injustice

জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

Funded by the European Union

50 Years of EU-Bangladesh Partnership

মানসম্মত সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাঃ সামাজিক মূল্যায়ন

ঠাকুরগাঁও সদর

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা

তৌফিকুল ইসলাম খান

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

১৬ জুন ২০২৩, ঠাকুরগাঁও

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)

পটভূমি

- বাংলাদেশে সরকারি অর্থে উন্নয়ন কার্যক্রম মূলত সেবাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

- এসব কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত থাকেন সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা।

- এসব জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। একইসাথে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে সেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সর্বসাধারণের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হয়।

- আমরা জানি যে, স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। সিপিডি তার গবেষণার অংশ হিসাবে সম্প্রতি গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও এবং নীলফামারী জেলায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে এবং তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

- নির্ধারিত জরিপ ফরম ও চেকলিস্ট ব্যবহার করে **শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের** মোট **১৩৬ জনের** নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পটভূমি

- সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিদ্যমান বাস্তবতা, এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন অঙ্গীকার, পরিবর্তিত বাস্তবতায় চলমান শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে চলছে, প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার মান, শিক্ষা অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বিষয়ে অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উন্নয়ন সুযোগ চিহ্নিত করা এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের গোচরে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সামাজিক নিরীক্ষা উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।

গাইবান্ধা
(সুন্দরগঞ্জ উপজেলা)

ঠাকুরগাঁও
(ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা)

নীলফামারী
(ডিমলা উপজেলা)

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

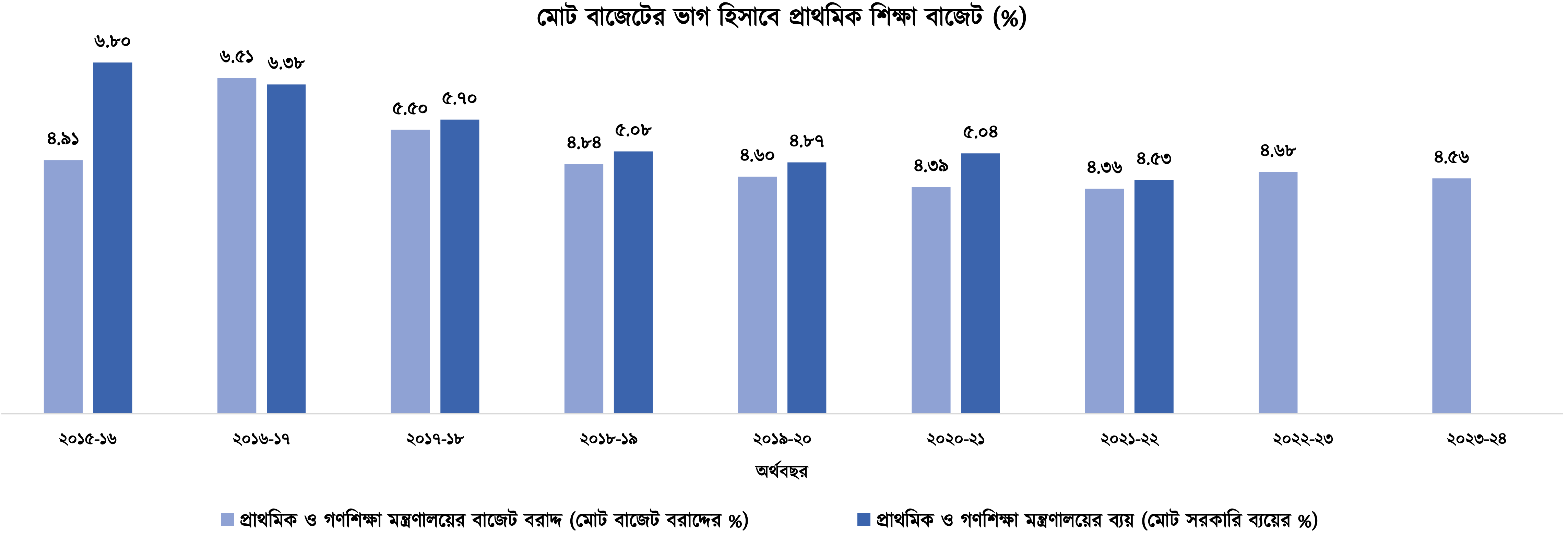

- মোট বাজেট বরাদ্দের একটি অংশ হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.৫১ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪.৫৬ শতাংশ হয়েছে।

- মোট সরকারি ব্যয়ের একটি অংশ হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.৩৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪.৫৩ শতাংশ হয়েছে।

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

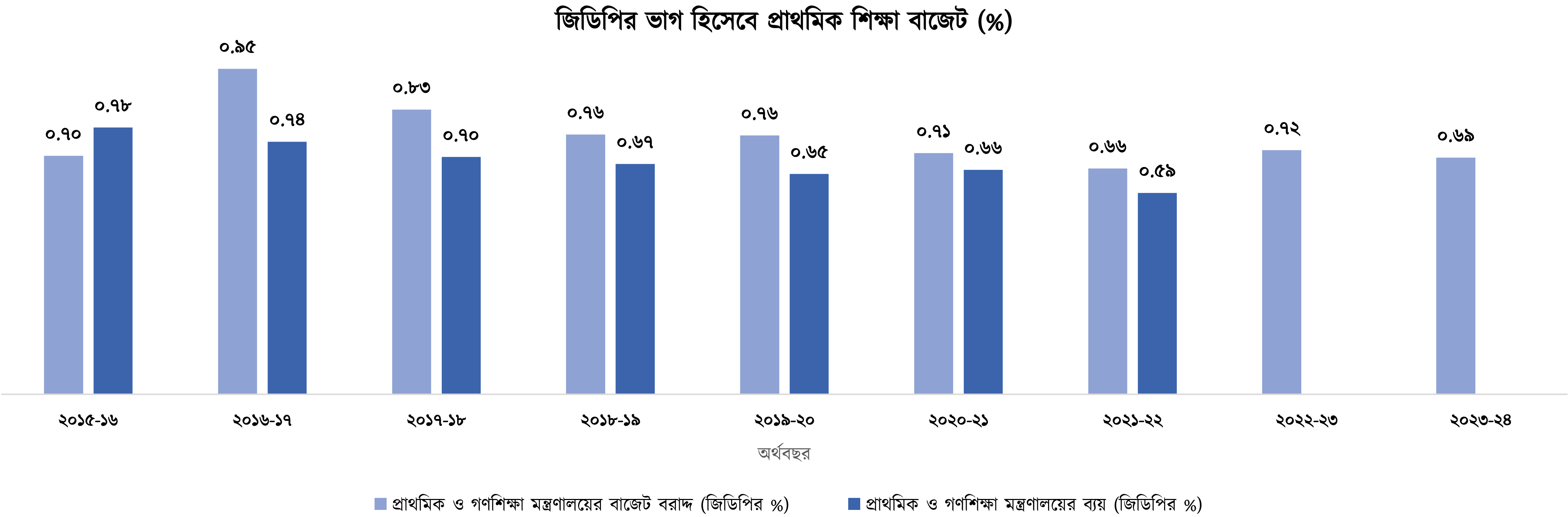

- জিডিপির একটি অংশ হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করছে (০.৯৫ শতাংশ থেকে ০.৬৯ শতাংশ)।

- জিডিপির একটি অংশ হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় ০.৭৪ শতাংশের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ০.৫৯ শতাংশ হয়েছে।

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

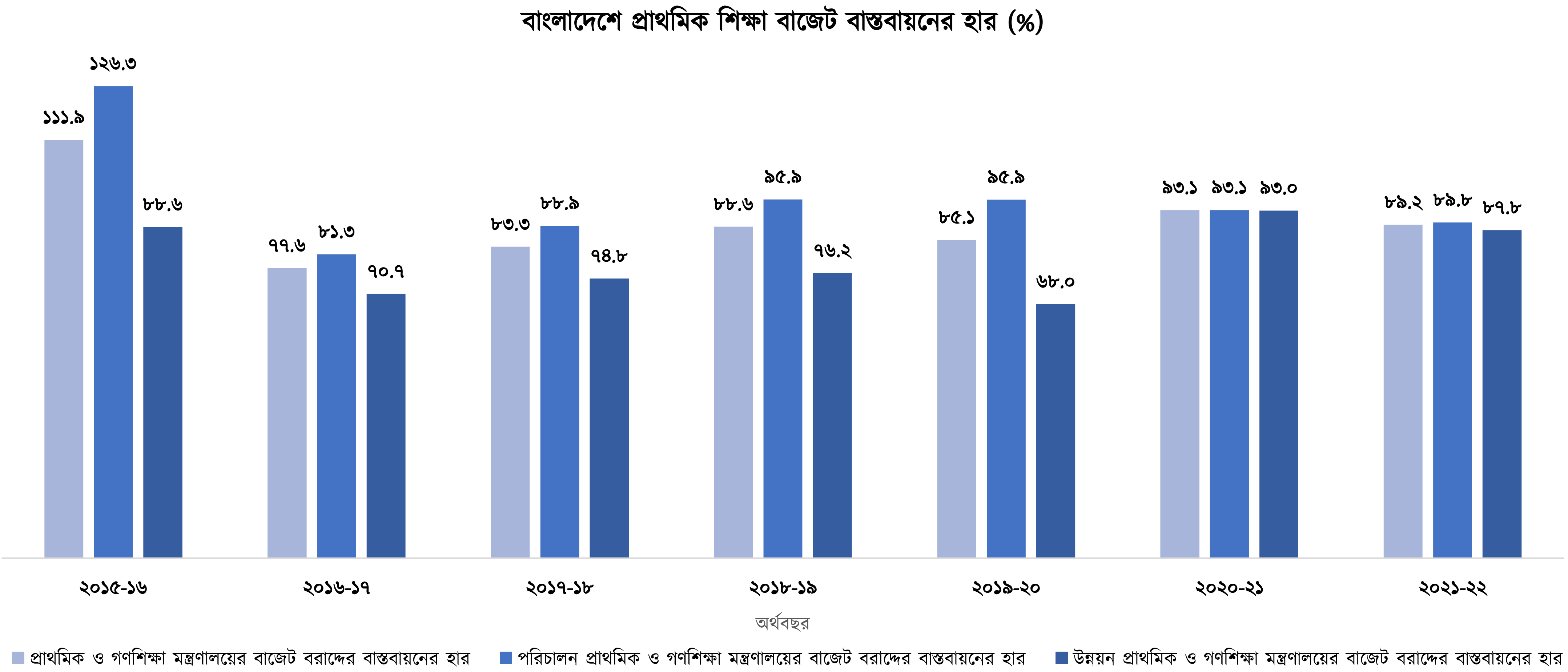

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়নের হার কমছে ২০১৫-১৬ অর্থবছর এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে।

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

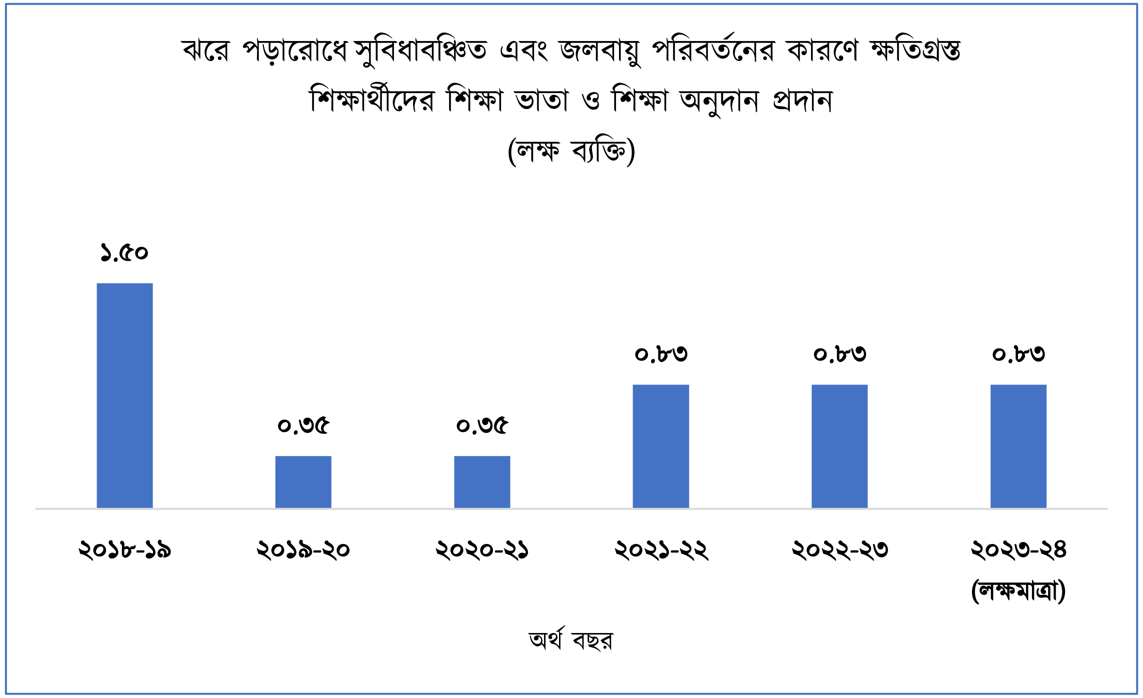

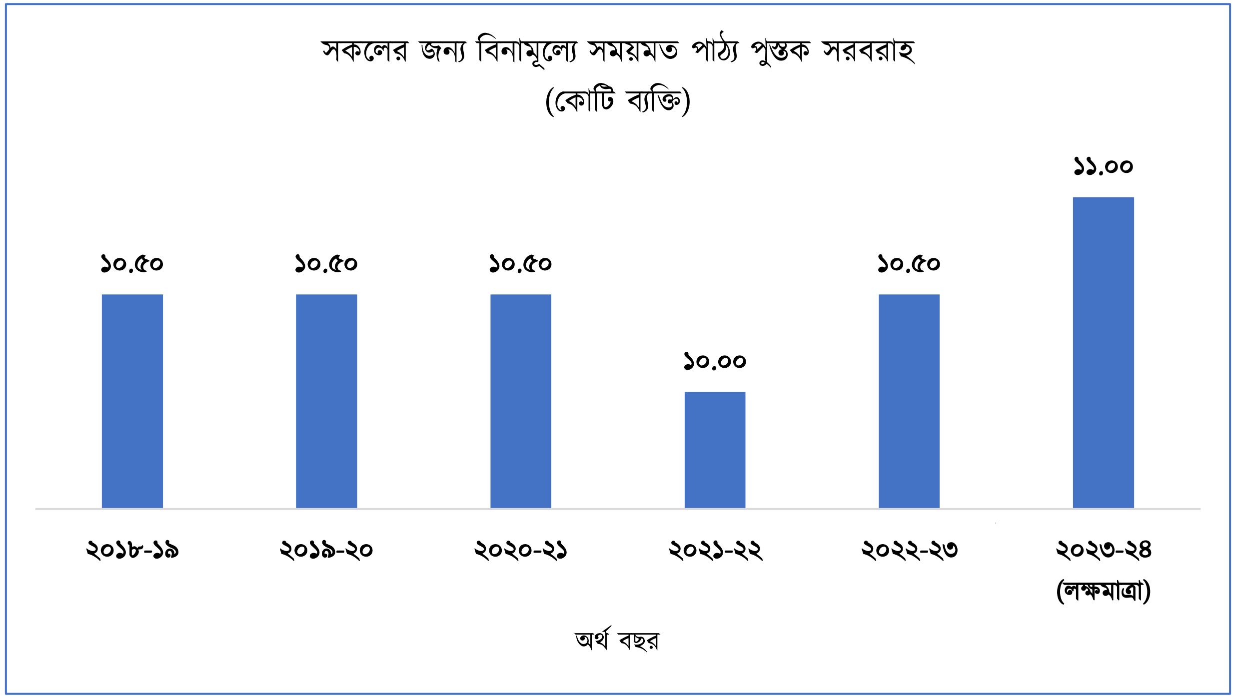

- ২০১৮-১৯ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে ‘ঝরে পড়া রোধে সুবিধাবঞ্চিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ভাতা ও শিক্ষা অনুদান প্রদান’-এর লক্ষ্যমাত্রা ১.৫০ লাখ সুবিধাভোগী থেকে ০.৮৩ লাখ সুবিধাভোগীতে নেমে এসেছে।

- ‘সকলের জন্য বিনামূল্যে সময়মত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ’-এর বাজেট ২০১৮-১৯ থেকে শুরু করে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত স্থিতিশীল ছিল। এটি লক্ষ্যণীয়, কোভিড পরবর্তীকালে, তথা ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ১০ কোটি সুবিধাভোগীতে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেটি কাম্য নয়।

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

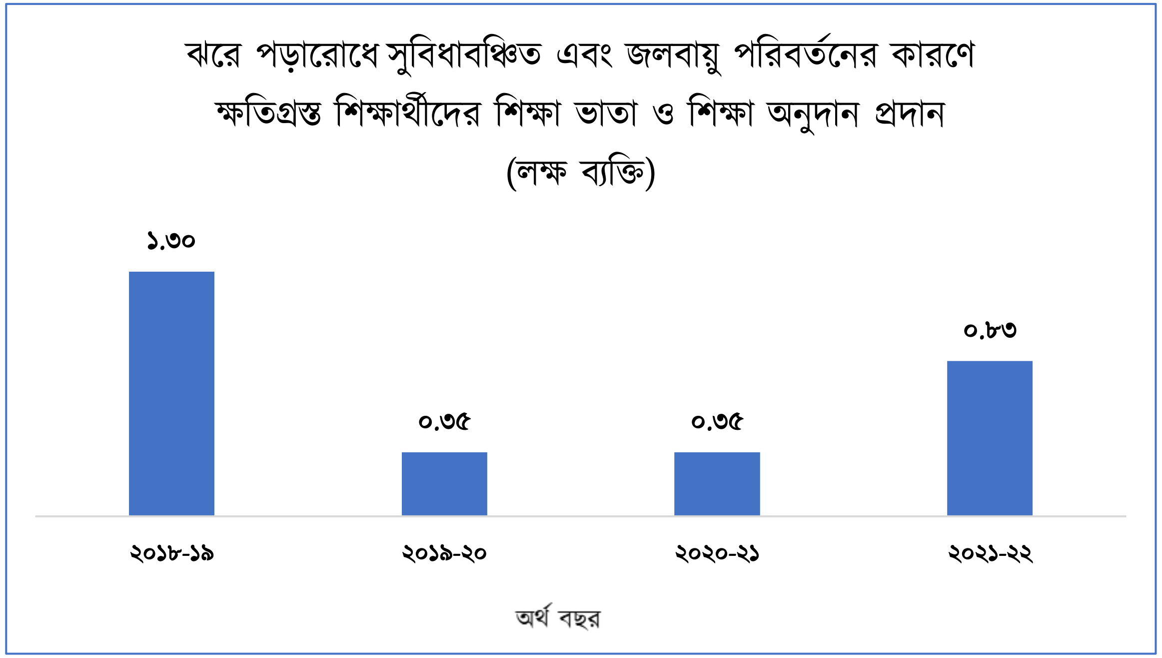

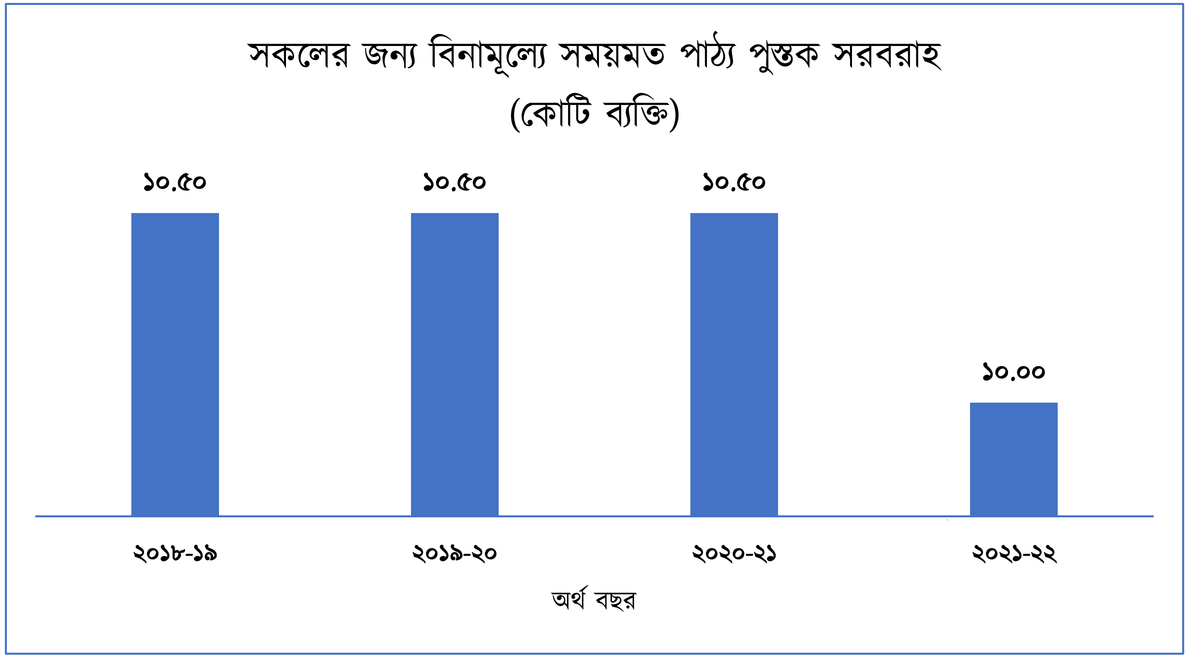

- ‘ঝরে পড়া রোধে সুবিধাবঞ্চিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ভাতা ও শিক্ষা অনুদান প্রদান’ প্রোগ্রামের প্রকৃত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১.৩০ লাখ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ০.৮৩ লাখে কমে গেছে। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যে অর্থাৎ কোভিড-১৯ সময়কালে এটি ছিল মাত্র ০.৩৫ লাখ।

- ‘সকলের জন্য বিনামূল্যে সময়মত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ’ প্রোগ্রামের প্রকৃত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০.৫০ কোটি থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০.০০ কোটিতে নেমে এসেছিল। কোভিড পরবর্তীকালে এটি কাম্য ছিল না।

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

অবকাঠামো ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ (কোটি টাকা)

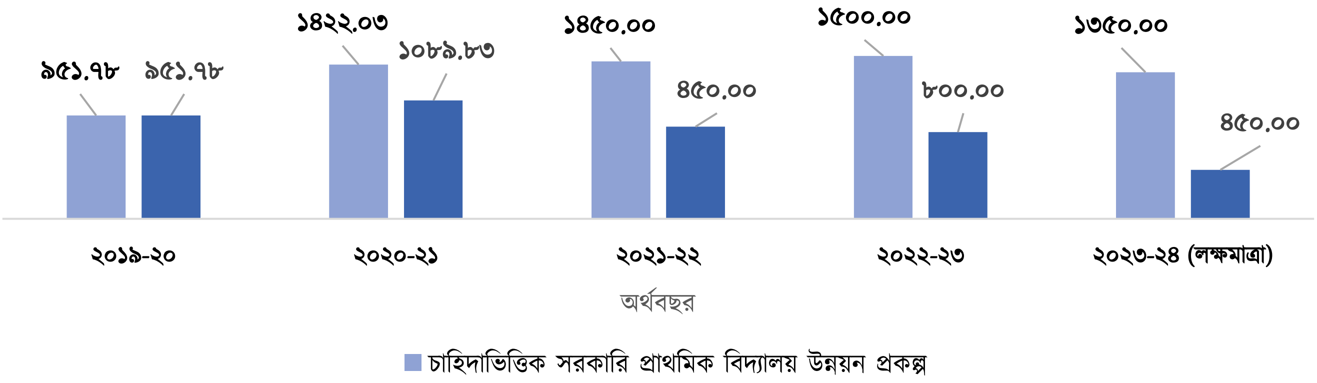

ডিজিটাইজেশন ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ (কোটি টাকা)

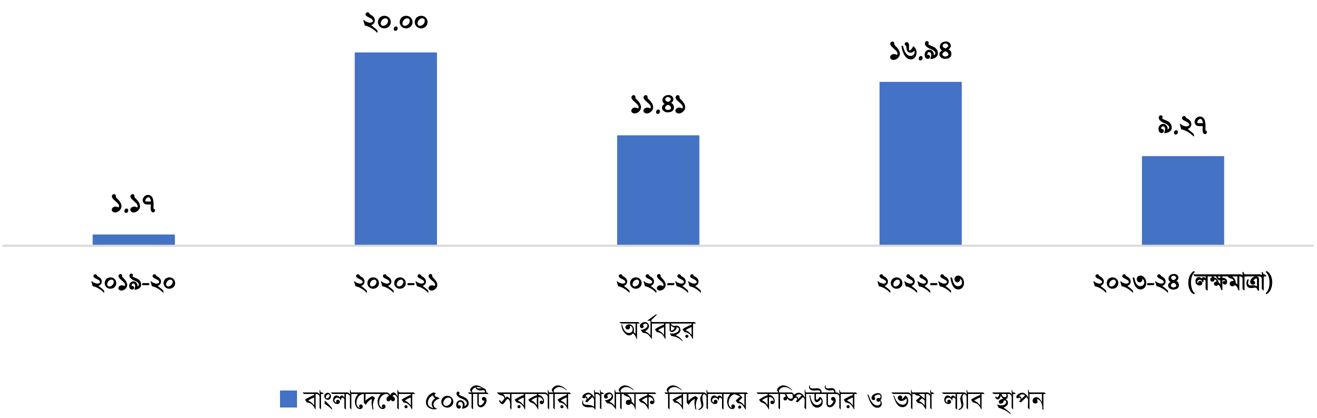

- "চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প" এর বাজেট ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসে লক্ষ্যমাত্রা বাজেট উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

- "চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প" এর জন্য বাজেটে বরাদ্দ ২০১৯-২০ অর্থবছর (৯৫১.৮ কোটি টাকা) থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (৪৫০.০ কোটি টাকা) হ্রাস পেয়েছে।

- "বাংলাদেশের ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন" প্রোগ্রামের বাজেট ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.২ কোটি টাকা থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০.০ কোটি টাকা হয়, যা ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোটামোটি স্থিতিশীল ছিল, কিন্ত চলমান অর্থবছরে (২০২৩-২৪) এসে বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

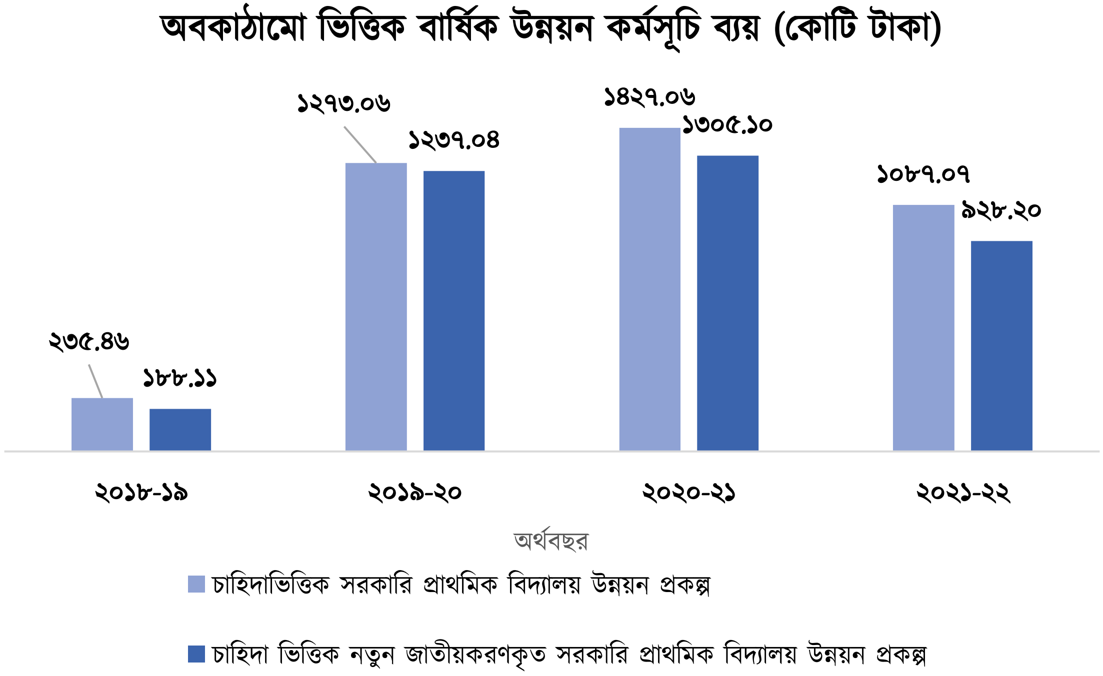

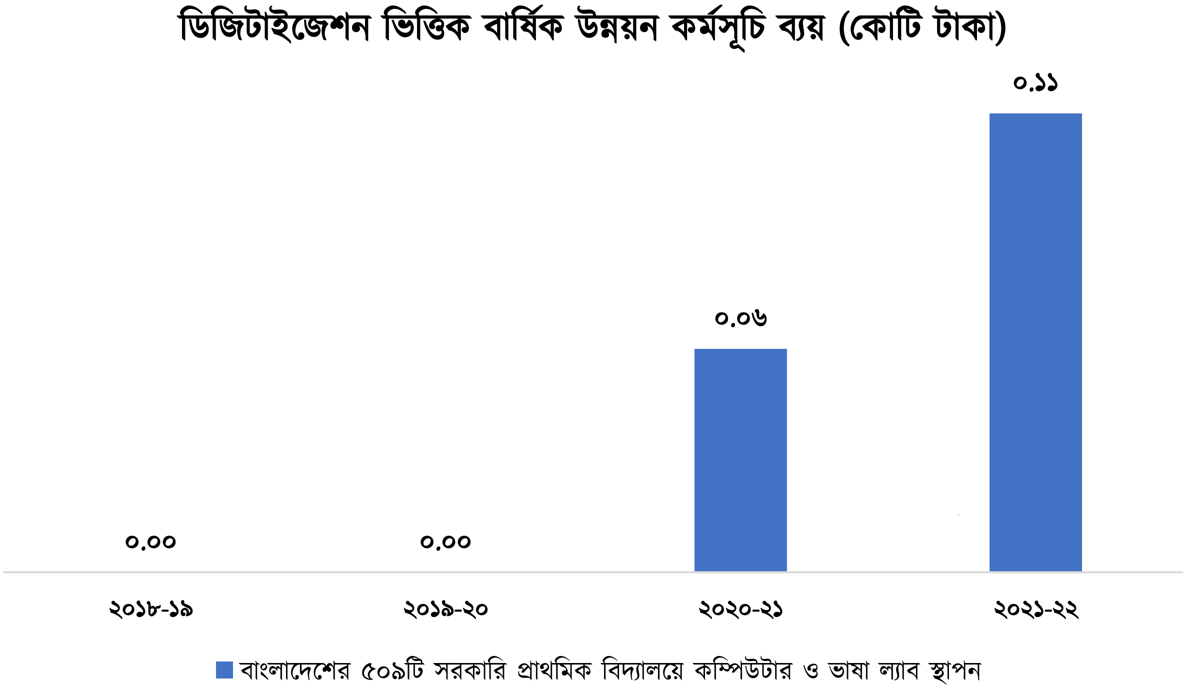

- ‘চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প’ এবং ‘চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প’ এর জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয় বেড়েছে।
- ডিজিটাইজেশন এর আওতায় ‘বাংলাদেশের ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন’ এর ব্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেলেও তা লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে রয়ে গেছে।

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

- খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প 'প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি'-এর জন্য বরাদ্দ বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছর (১,৯০০.০০ কোটি টাকা) থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (২,৫৬৯.২৪ কোটি টাকা) বৃদ্ধি পেয়েছে।

- উন্নয়ন খাতের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প 'স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ও দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম-এর জন্য বরাদ্দ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (৫১.৬৯ কোটি টাকা) থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (৪৯.৬৭ কোটি টাকা) হ্রাস পেয়েছে।

জাতীয় গড়ের তুলনায় ঠাকুরগাঁও এর অবস্থান

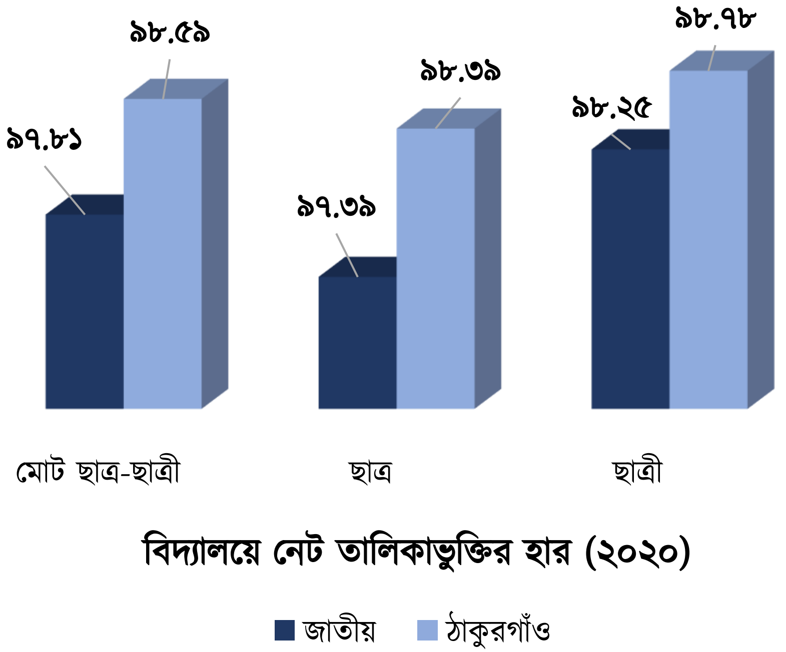

সুত্রঃ বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (২০২০)

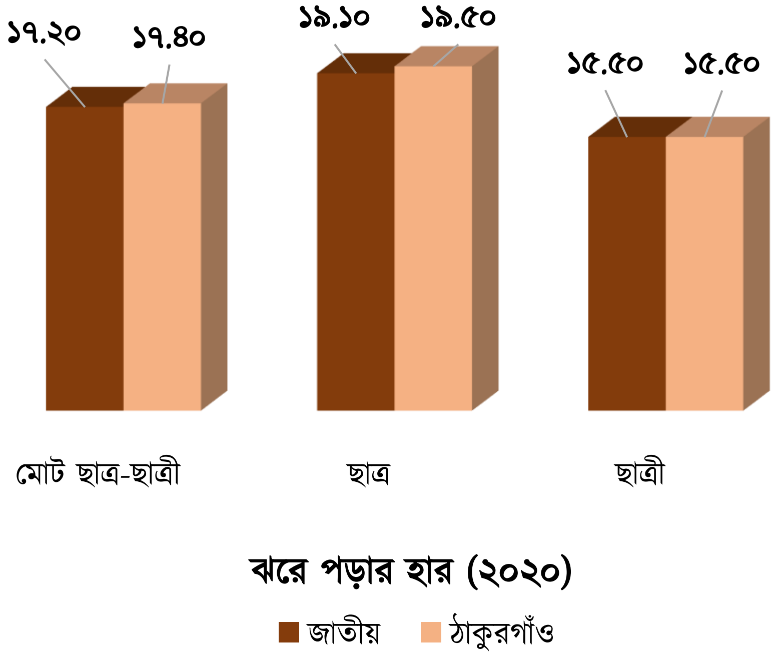

সুত্রঃ বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (২০২০)

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তির হার ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় হারের তুলনায় বেশি, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার জাতীয় হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- মোট ছাত্র-ছাত্রী এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় হারের তুলনায় সামান্য বেশি হলেও ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় হারের সমান (১৫.৫%)।

জাতীয় গড়ের তুলনায় ঠাকুরগাঁও এর অবস্থান

- ১৫ বছর বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে ঠাকুরগাঁও জেলায় স্বাক্ষরতার হার জাতীয় হারের তুলনায় বেশি (৮০.১%)।
- বাল্য বিবাহের হার ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় হারের চেয়ে প্রায় ৪ শতাংক বেশি।
- ইন্টারনেট ব্যাবহারের দিক দিয়ে ঠাকুরগাঁও জেলার হার জাতীয় হারের চেয়ে প্রায় ১৩ শতাংক কম।
- নিরাপদ খাবার পানিয়ের দিক দিয়ে ঠাকুরগাঁও জেলার পরিসংখ্যান ভালো হলেও ঠাকুরগাঁও জেলার প্রায় ৩৭% জনসংখ্যা এখনো নিরাপদ স্যানিটেশনের আওতায় আসেনি, যা জাতীয় হারের চেয়ে প্রায় ৫% বেশি।

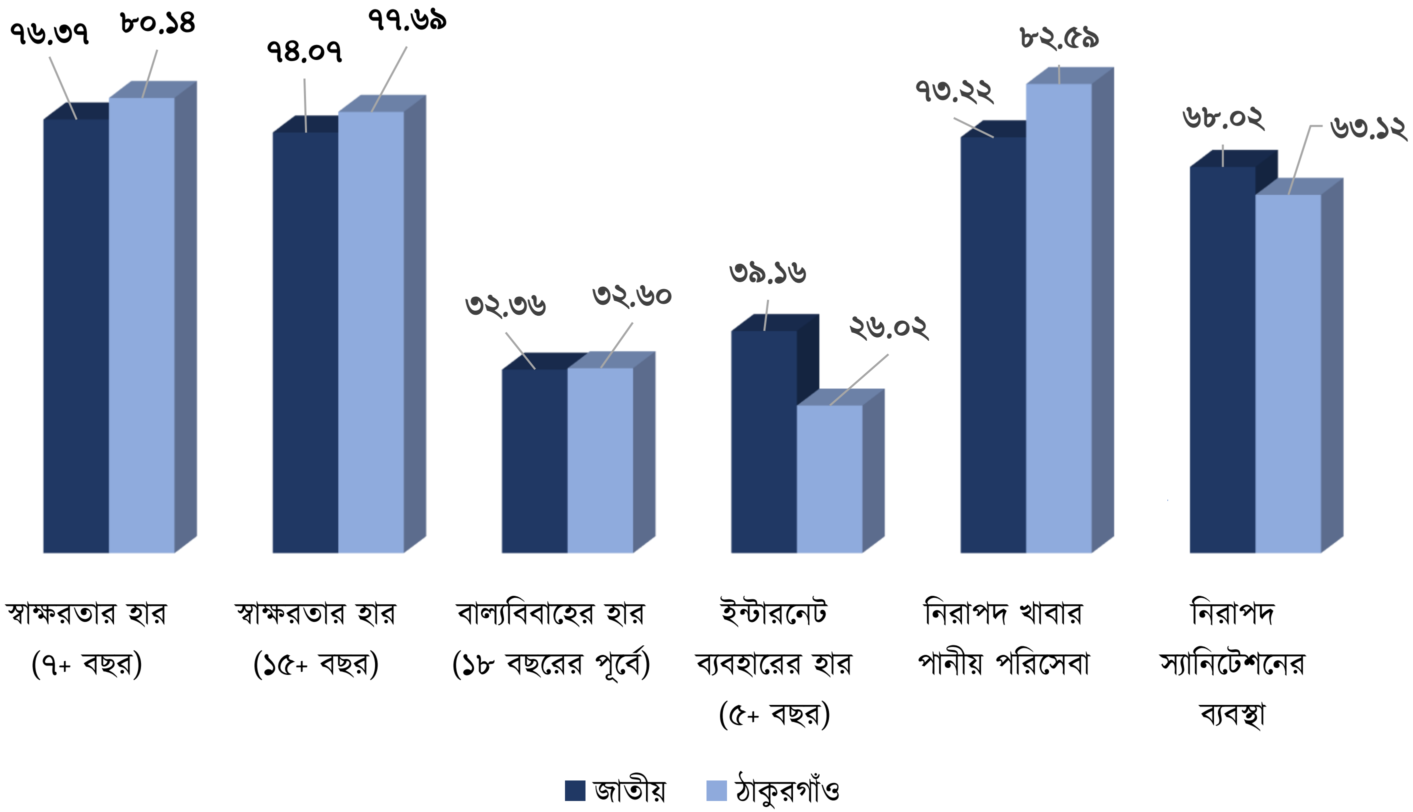

সুত্রঃ বাংলাদেশ স্যম্পল ভাইটাল স্টাটিস্টিক্স (২০২১)

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত ফলাফল

শিক্ষা অবকাঠামো

- প্রাপ্ত তথ্যমতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী (গড়ে ১০১ জন) সংখ্যা ছাত্র সংখ্যার (গড়ে ৯৫ জন) চেয়ে বেশি।
- প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কারণে স্কুল প্রতি শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা (গড়ে ১৯৬ জন) যেমন বেড়েছে তেমনি ছাত্রী সংখ্যাও বেড়েছে।
- ছাত্র সংখ্যা কেন অপেক্ষাকৃত কম সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মনে করেন, ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে অনেক আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বসবাস। শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ অনেক পরিবার সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে পরিবারের জন্য আয় আসে এমন কাজে যুক্ত করেন।
- অনেক অভিভাবকদের মধ্যে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা বা মাদ্রাসায় পাঠানোর প্রবনতাও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যমান অবকাঠামোয় প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা করা কঠিন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এখনও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা নেই ফলে শিক্ষকদের খালি গলায় কথা বলতে হয় যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ তৈরি করতে পারে না।
- বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকের গড় সংখ্যা ৬ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩২।
- দশটি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টি বিদ্যালয়ে ৪টি করে শ্রেণীকক্ষ থাকলেও ২টি বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ২ টি ও ৩টি করে শ্রেণীকক্ষ রয়েছে এবং ৩টি বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৬টি, ৭টি ও ৮টি করে শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। জরিপকৃত বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় ২ শিফটে ক্লাস নিতে হয়।

বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রী

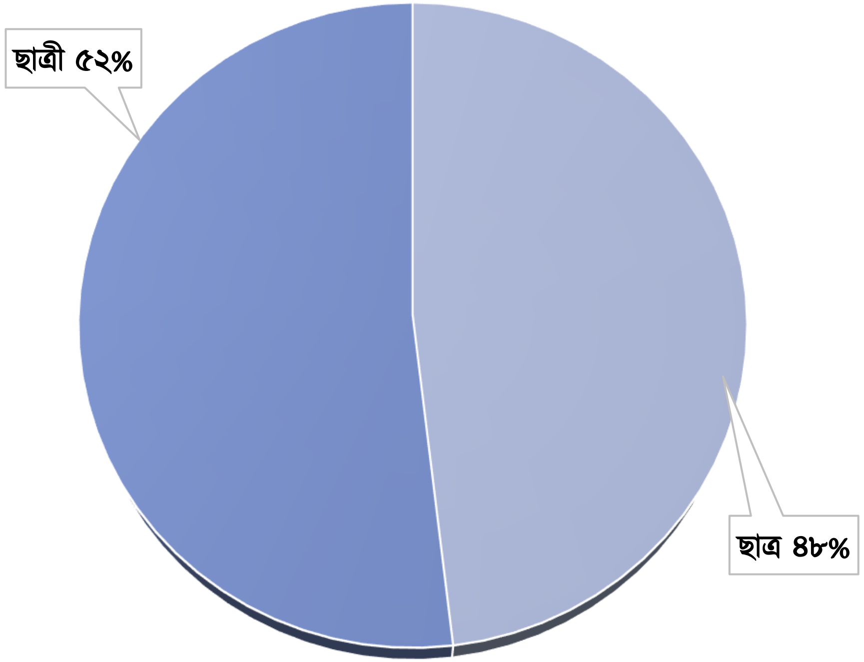

শিক্ষা অবকাঠামো

- তথ্যপ্রদানকারীদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা নিয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন কিন্তু ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আর ৯ শতাংশ উত্তরদাতা এ বিষয়ে ভালো বা মন্দ কোন মন্তব্যই করেননি।

- যদিও এখন প্রায় সকল বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে এবং শ্রেণীকক্ষসমূহে ফ্যান চালানোর ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অপর্যাপ্ত এবং বিদ্যুৎ চলে গেলে এবং বিশেষ করে গরমের সময় এতোসংখ্যক শিক্ষার্থীর পক্ষে শ্রেণীকক্ষে পাঠ মনোযোগী থাকা একেবারেই অসম্ভব। এক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

- জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৯টি বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকলেও ১টি বিদ্যালয়ে এখনো কোন খেলার মাঠ নেই।

- একটি বিদ্যালয়ে নিজস্ব খেলার মাঠ নেই কিন্তু পাশের উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে শিক্ষার্থীরা খেলাধূলা করে।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা পর্যাপ্ত

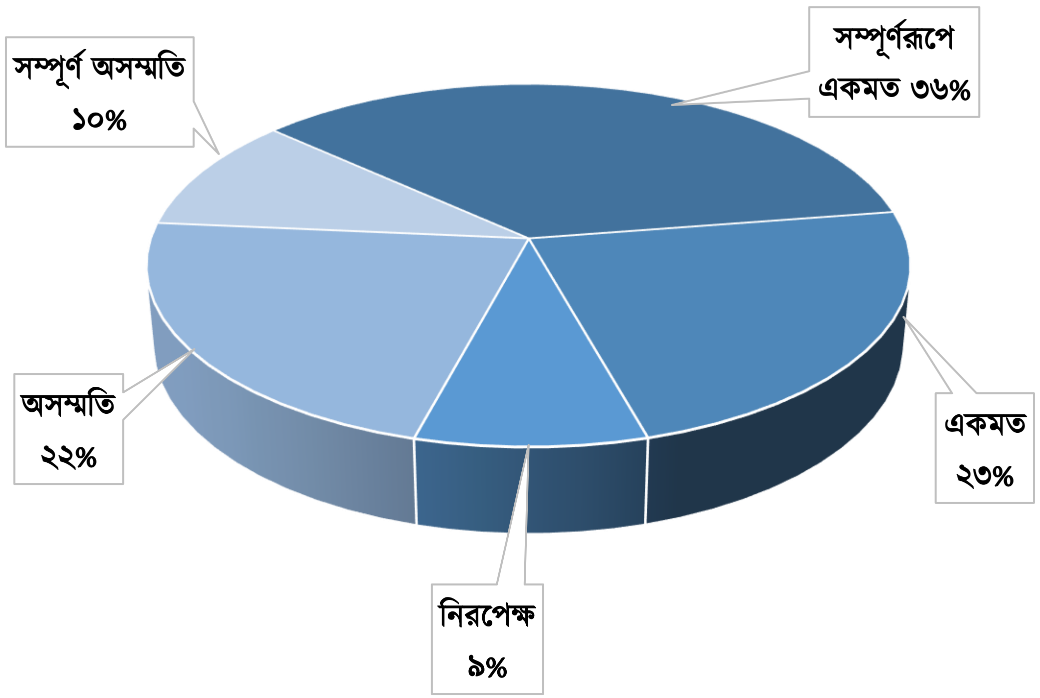

শিক্ষা অবকাঠামো

- তথ্যপ্রদানকারীদের মধ্যে মাঠ বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন প্রায় ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা কিন্তু ১১ শতাংশ উত্তরদাতা এক্ষেত্রে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন আর ১৩ শতাংশ কোনোরূপ মন্তব্য করেননি। উলেখ্য যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশেরই খেলার মাঠের আদর্শ ধরণ সম্পর্কে সঠিক ধারনা না থাকায় সন্তুষ্টি প্রকাশের ক্ষেত্রে ধারনাগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর না থাকায় ছোট শিশুরা সহজেই দৌড়ে রাস্তায় চলে যায়।
- যারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেরই নিজ নিজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে খেলার মাঠের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তারা বিদ্যালয়ের আশেপাশে কোন মাঠে খেলাধুলা করে এবং তাতেই তারা সন্তুষ্ট। এক্ষেত্রে এটা প্রশ্ন থাকে যে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষার্থীরা শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলার মাঠ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কতখানি অবগত?
- এখানে উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালের জারিকৃত সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা বিধিমালায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ন্যুনতম ৩০ শতাংশ জমি থাকার শর্ত ছিল। বর্তমানে মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ন্যুনতম ৮ শতাংশ, পৌর এলাকার জন্য ১২ শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৩০ শতাংশ জমি মাঠের জন্য থাকার শর্ত রয়েছে কিন্তু বাস্তবে যে মাঠ রয়েছে তা উপরোক্ত শর্ত পূরণ করে না।

খেলার মাঠের অবস্থা সন্তুষ্টিকর

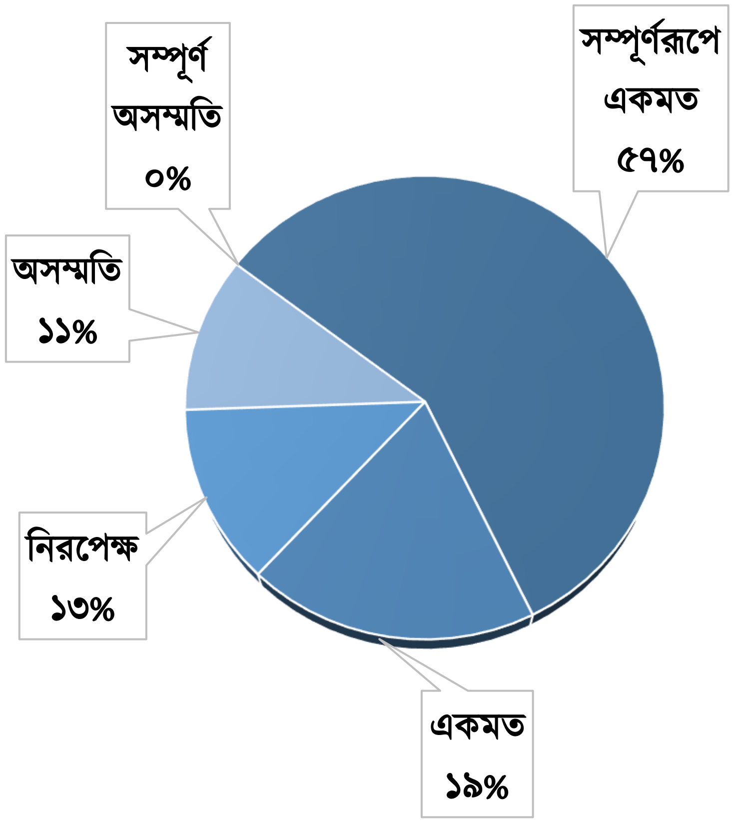

শিক্ষা অবকাঠামো

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পৃথক বাথরুম আছে কি?

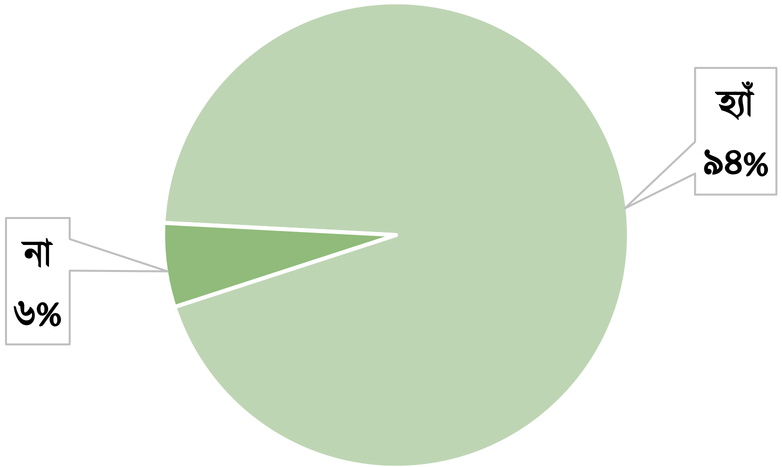

বাথরুমের অবস্থা সন্তোষজনক

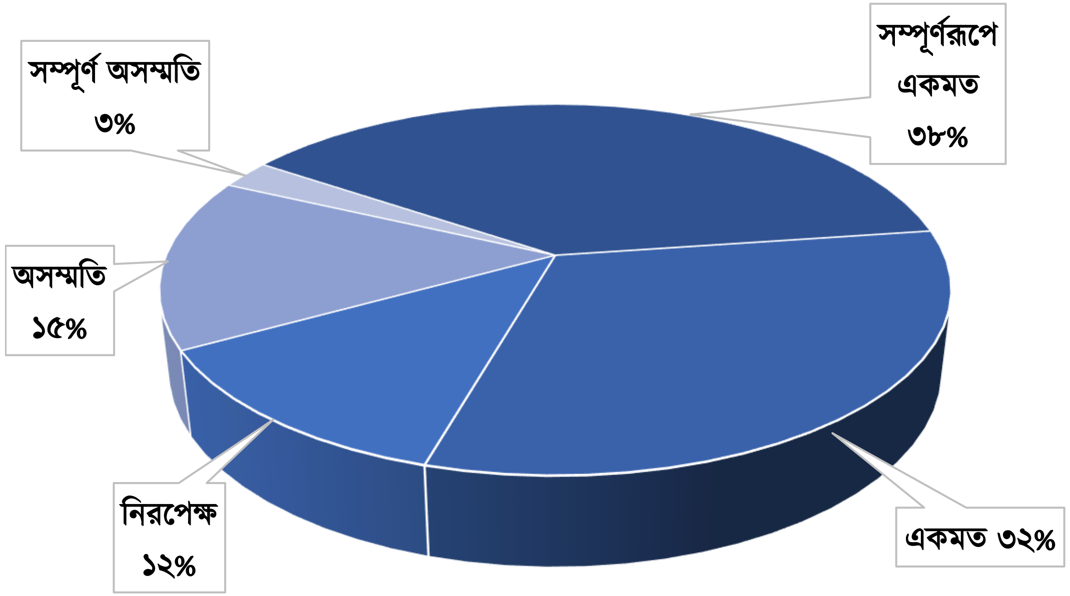

- বিদ্যালয়সমূহে বাথরুমের গড় সংখ্যা ২.৮ টি। ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মাত্র ৯৪ শতাংশ উত্তরদাতা।
- বাথরুমের ব্যবহার উপযোগিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেছেন ৩৮ শতাংশ এবং সাধারণভাবে সন্তোষজনক বলেছেন ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা। কিন্তু অবস্থা সন্তোষজনক নয় এমন বলেছেন প্রায় ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা।

শিক্ষা অবকাঠামো

- বাথরুমের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় বাথরুম তৈরি করা ও তা নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নির্দিষ্ট জনবল নেই।

- সংশ্লিষ্টরা বলেছেন- বর্তমানে বাথরুম পরিস্কার করার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের সাহায্য নেওয়া হয় কিন্তু বাথরুমের ট্যাঙ্কি পরিস্কার করার জন্য সুইপার ডেকে আনা হয়।

- অবস্থাদৃষ্টে মনে করা যায়, এখনও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবকাঠামোগতভাবে সম্পূর্ণরূপে তৈরি নয়।

- তাহলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছতার সংস্কৃতি তৈরী করা, স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকটি কি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে?

শিক্ষা অবকাঠামো

- সহায়ক ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও গ্রন্থাগার, কমনরুম ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রবেশগম্যতার বিষয়গুলি এখনও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উপেক্ষিতই রয়ে গেছে।

- বার্ষিক 'প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি ২০২২' এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে ২০২২ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ৪৯,৬৩৫ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। জরিপকৃত বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ৬০ শতাংশ বিদ্যালয়ে এখনও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ঢালু পথের (র‍্যাম্প) ব্যবস্থা নেই। এসকল অপর্যাপ্ততা নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে সুষ্ঠু শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বলে অনেকেরই মন্তব্য পাওয়া গেছে।

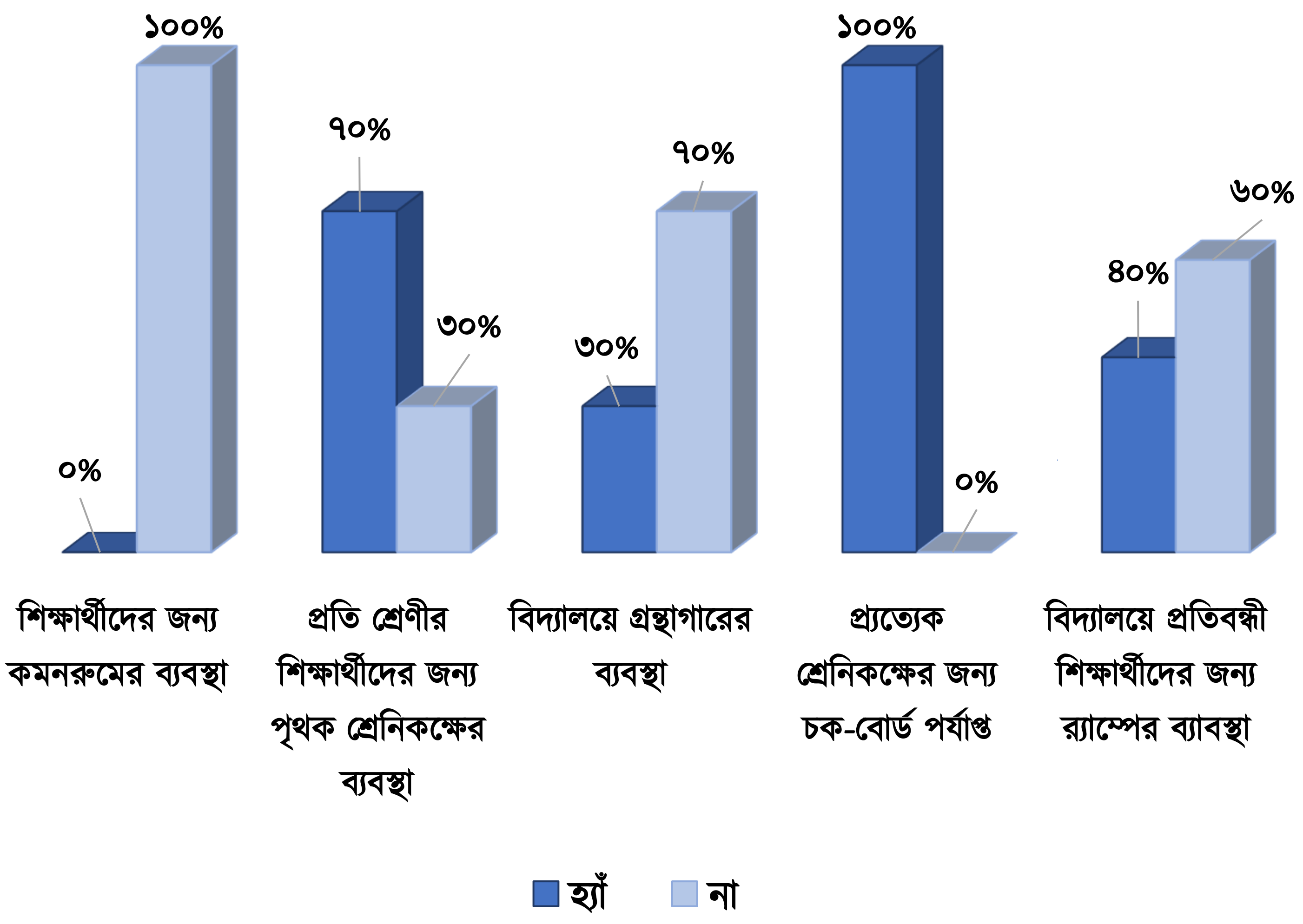

শিক্ষা অবকাঠামো

- প্রায় ৭০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার নেই অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫০০ বই সংবলিত একটি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকাটা বাঞ্ছনিয়।

- যেখানে গ্রন্থাগার রয়েছে সেখানে মাত্র ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাগারে যাওয়া এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য যে পাঠাগার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়টি অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করে

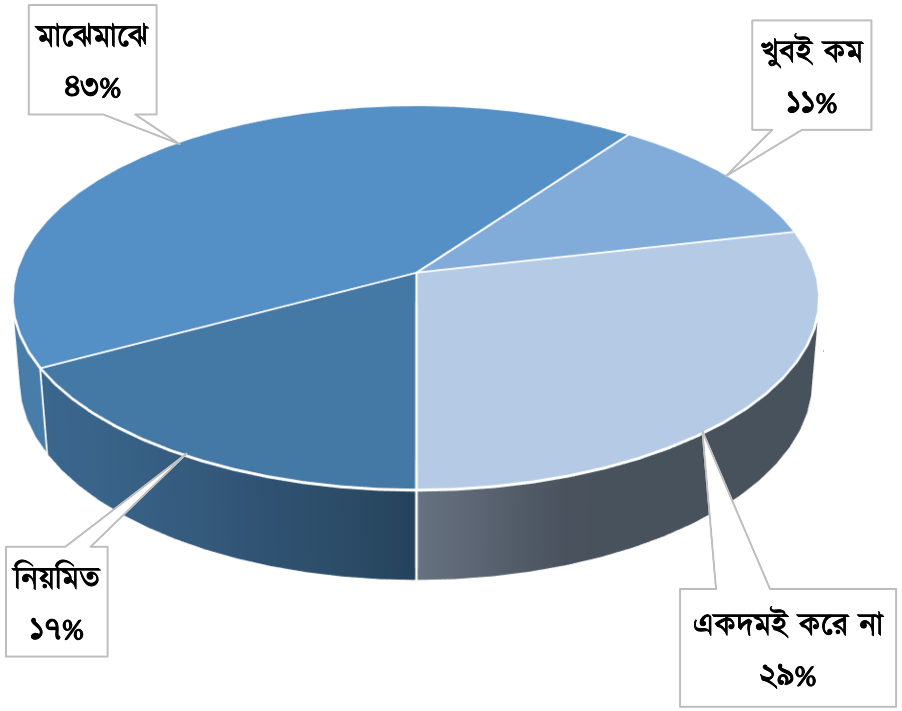

শিক্ষা অবকাঠামো

- সুপেয় পানি পান ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়ে। এখনও শতভাগ বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ ও পৃথক ব্যবস্থা নেই।

- সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতা আর সাধারণভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা।

- উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই বলেছে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে পানি পানের জন্য ট্যাপ থাকলেও যে সকল বিদ্যালয়ে সেই ব্যবস্থা নেই সেখানে ছোটদের বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য সরাসরি নলকূপ থেকে পানি পান করা কঠিন।

সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত

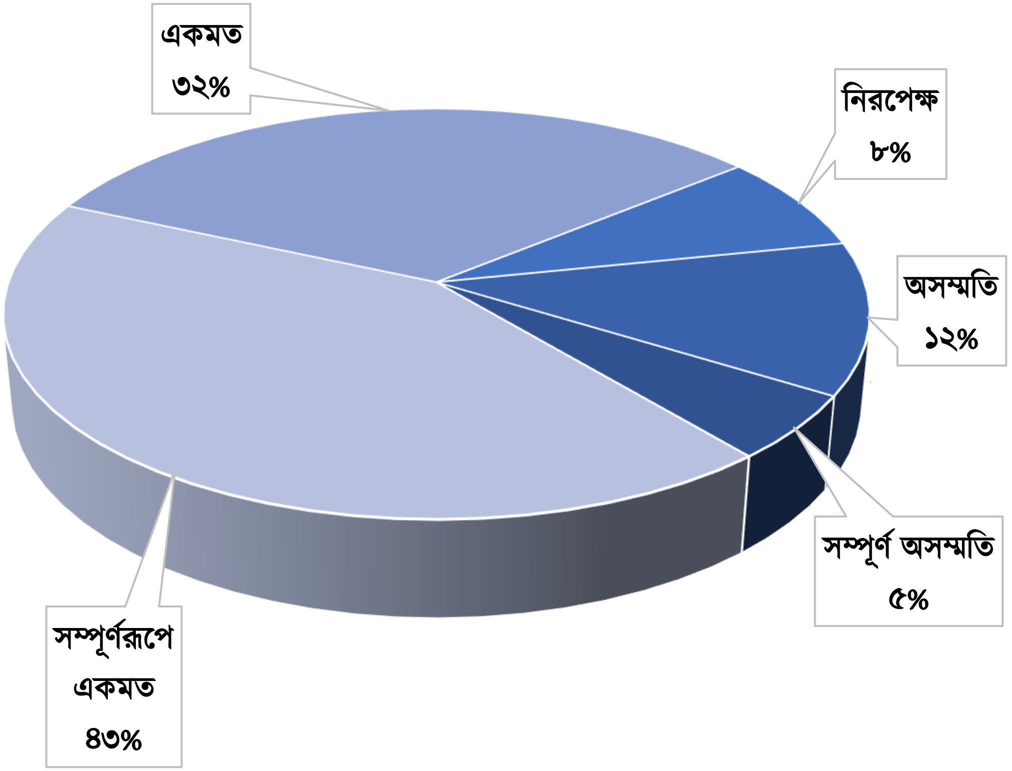

শিক্ষা অবকাঠামো

ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ব্যবস্থা

প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা

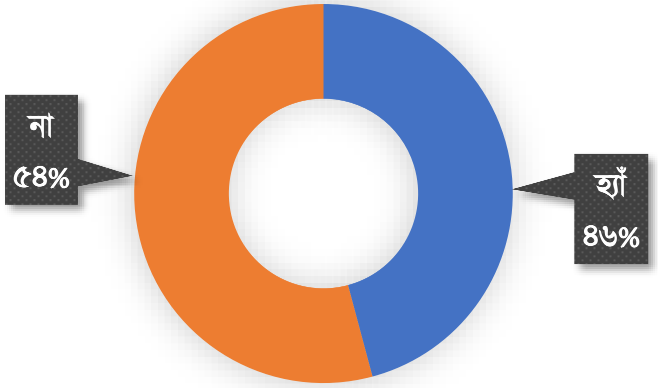

মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টরের ব্যবস্থা

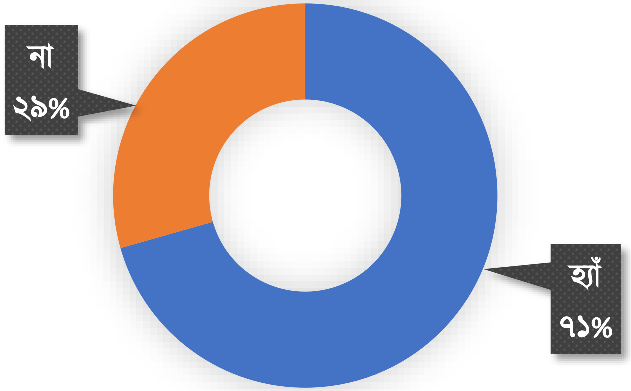

ল্যাপটপের ব্যবস্থা

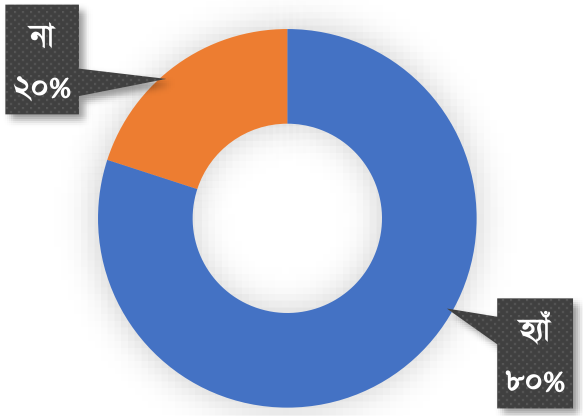

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং ডিজিটাল সুবিধার আওতায় দেশের সকল কার্যক্রমকে নিয়ে আসার বর্তমান সরকারের যে অঙ্গীকার সে বিষয়ে ইতিমধ্যে বেশকিছু অগ্রগতি হয়েছে এটা যেমন সত্য তেমনি অনেকগুলি ক্ষেত্র যে এর ছোঁয়া এখনও সেভাবে পায়নি সেটাও একটা বাস্তবতা।
- বিদ্যালয়ে এখনও প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট সুবিধা নেই বলে জানিয়েছেন ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবস্থা নেই বলে জানিয়েছেন প্রায় ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা। আর ল্যাপটপ নেই বলে জানিয়েছেন প্রায় ২০ শতাংশ উত্তরদাতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি অন্যতম ক্ষেত্র। সেখানে এখনও যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া যায়নি বলে সংশ্লিষ্টরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র বিশেষ দিবসে মাল্টিমিডিয়া এবং বিদ্যালয়ের দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল কাজেই মূলত ল্যাপটপের ব্যবহার হয়।

শিক্ষা অবকাঠামো

ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাবস্থা

- একটা বড় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নেই বলে মাল্টিমিডিয়া এবং ল্যাপটপের মাধ্যমে যে নানামূখি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে তা ব্যহত হচ্ছে।
- শিক্ষা কর্মকর্তার তথ্যমতে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ৪০৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮৯টি বিদ্যালয়ে ওয়াইফাই সংযোগ আছে। বাকি ১১৮টি বিদ্যালয়ে মোডেম এবং প্রতিমাসে ২০ জিবি ইন্টারনেট বিল দেয়ার ব্যবস্থা আছে।
- কিছু কিছু বিদ্যালয়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে এসকল সরঞ্জাম সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক প্রতিদিন তার/তাদের বাসায় নিয়ে যান এবং নিয়ে আসেন।
- বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহ এবং আলো-বাতাসের ব্যবস্থাকে অধিকাংশ তথ্যপ্রদানকারী সন্তোষজনক বললেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জাম ও অবকাঠামো সন্তোষজনক নয় বলে প্রায় ২৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন।

বিদ্যালয়ে অবকাঠামো এবং সরঞ্জামের সংখ্যা পর্যাপ্ত

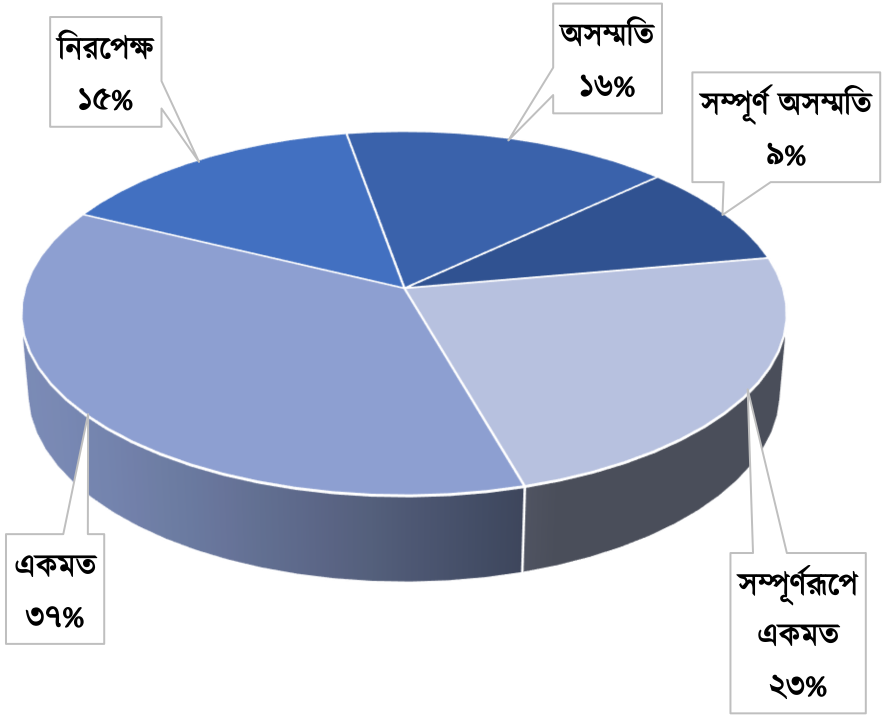

শিক্ষাক্রম ও পাঠদান প্রক্রিয়া

- বিদ্যালয়ে দুই শিফটে গড়ে ৭.৬৩ ও ৭.৫০টি ক্লাস হবার কথা থাকলেও প্রতিদিন দুটি শিফটে ক্লাসের গড় সংখ্যা ৬.৮৯ ও ৬.৪৮টি। ক্লাসের সময়সীমা গড়ে ৪২ মিনিট।
- একজন শিক্ষকের জন্য যে ক্লাস নির্ধারিত সেই শিক্ষক কর্তৃক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্লাস নেওয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রক্সি শিক্ষক পাঠানো হয় বলে জানিয়েছেন অনেক উত্তরদাতা।
- জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে গড়ে প্রায় ৫ জন শিক্ষকের শিক্ষা ও শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ রয়েছে। কিন্ত যথাযথ জবাবদিহিতার অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রেণীকক্ষে এসব প্রশিক্ষণের প্রয়োগ এবং কার্যকারিতা নেই বলে জানিয়েছেন অনেক উত্তরদাতা।
- প্রায় ৩৬ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটরের নিকট পড়ে বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা। অর্থাৎ, পাঠদানের পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে কার্যকর শিখন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন সাপেক্ষে শিখন কার্যকারিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়ে গেছে।
- এ বিষয়ে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, তারা নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং ক্লাস শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন। এছাড়া, যে সকল শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ আবশ্যক তাদের জন্য প্রশিক্ষণের সুপারিশ করে থাকেন। নিয়মিত স্কুল ভিজিটের সাথে সপ্তাহে ৫ টি বিদ্যালয়ে অনলাইন ভিজিট করেন এবং পাঠদানের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে প্রতিদিনই রিপোর্ট দিয়ে থাকেন। তারা স্বীকার করেছেন-জনবলের অভাব হয়তো নেই তবে দক্ষতার অভাব রয়েছে।
- এনজিও এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ মনে করেন - সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানের গুণমান আগের তুলনায় অনেকটাই উন্নত হয়েছে এবং ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ পাঠদানের মানকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠদান প্রক্রিয়া

- বিগত বেশ কিছু বছর ধরে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার বাইরে আরও অতিরিক্ষ সময় প্রাইভেট টিউটরের নিকট পড়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে যা অনেক ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে।

- প্রাইভেট টিউটরের নিকট পাঠ না নিলে শিক্ষার্থীরা অপ্রত্যাশিত বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ে বলে প্রায়ই শোনা যায়। সেদিক থেকে আলোচ্য জরিপে চিত্রটি অনেকটাই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮ শতাংশ একমত পোষণ করেছেন এবং প্রায় ১০ শতাংশ মতামত প্রকাশে অপরাগতা জানিয়েছেন।

- বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ বিশেষ কিছু বলতে চায়নি।

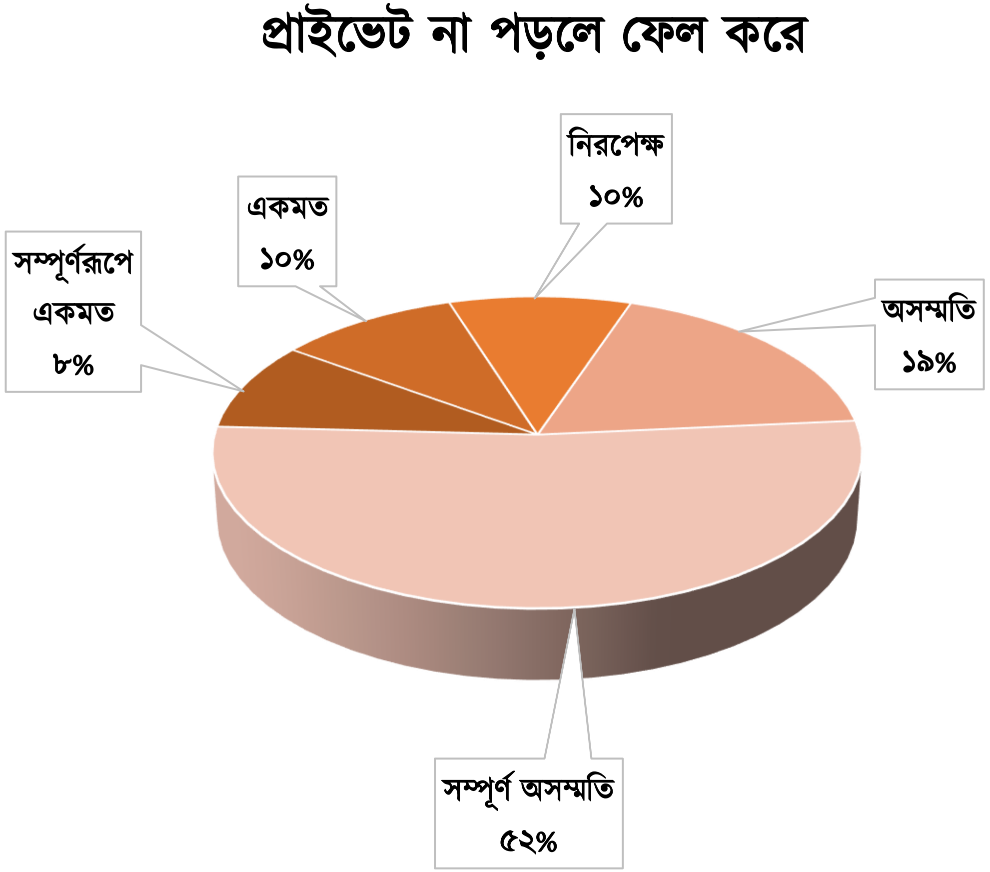

শিক্ষাক্রম ও পাঠদান প্রক্রিয়া

- বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গীকার হল বছরের প্রথমদিনে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া। সেভাবেই সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের তৎপরতা থাকলেও **শতভাগ শিক্ষার্থী বছরের প্রথম দিনে সকল বই একসাথে এখনও পাচ্ছে না**। এ বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বললে তারা বলেন - বিষয়টি সংখ্যাগত ও পরিসরের দিক থেকে ব্যাপক। এই কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি পক্ষ সম্পৃক্ত।
- পাঠদানের পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে কার্যকর শিখন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন সাপেক্ষে শিখন কার্যকারিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়ে গেছে। এ বিষয়ে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকগণ শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাদানে আন্তরিকতা, শিখন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য **নিয়মিত অনুশীলন ও দায়বদ্ধতার অভাবকেই দায়ী বলে মনে করেন**।
- এ বিষয়ে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সাথে কথা বললে জানা যায়- তারা নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং ক্লাস শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন দিয়ে থাকেন। শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ স্বীকার করেছেন-**প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে** প্রতিদিন যে কয়েকটি বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যাওয়ার কথা সেটা অনেকক্ষেত্রেই তারা পেরে ওঠেন না।

শিক্ষার্থীরা সময়মত বই পেয়েছিল

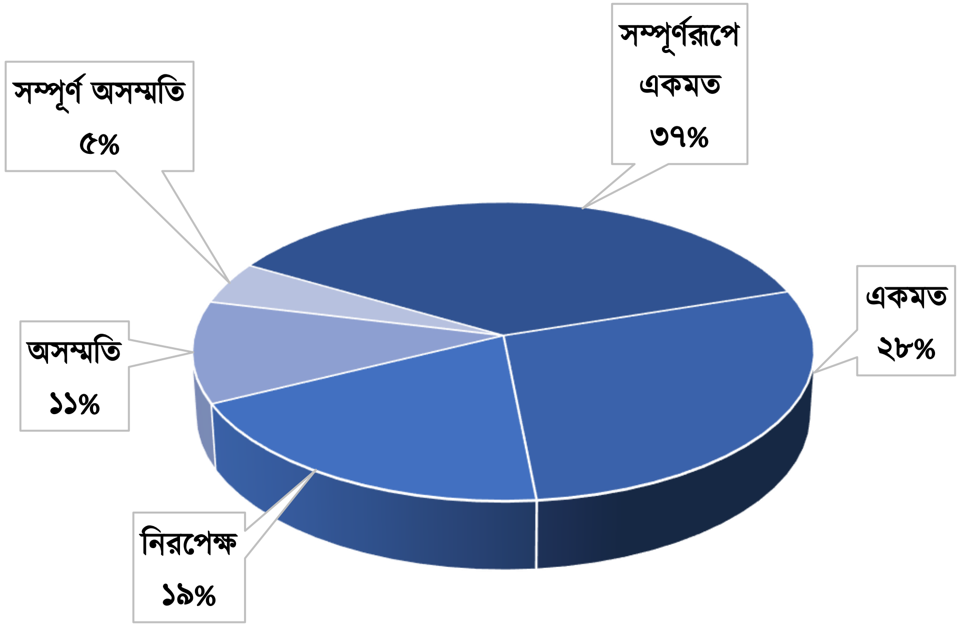

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সহশিক্ষা কার্যক্রম

- অধিকাংশ তথ্যপ্রদানকারী বলেছেন শিক্ষা বহির্ভূত কার্যক্রমের নিয়মিত চর্চা (যেমন, খেলাধূলা, শিল্পচর্চা, বই পড়া ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, নতুন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়, নেতৃত্বগুণ তৈরি করে, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করে, এবং বিশেষ সৃজনশীল কার্যক্রমে উৎসাহিত করে।
- কিন্তু বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/ইন্সট্রাক্টর নেই বলে জানিয়েছেন ৮৯ শতাংশ উত্তরদাতা। ফলে শিক্ষার্থীদেরকে এ বিষয়ে যতটুকু শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা শিক্ষকদের মধ্যে কারও কারও জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
- এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আবারও জনবল সংকট ও আর্থিক বরাদ্দের অপ্রতুলতার কথা বলেছেন। কিন্তু নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও স্থানীয় বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে জরুরীভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক/ইন্সট্রাকটর রয়েছে কিনা?

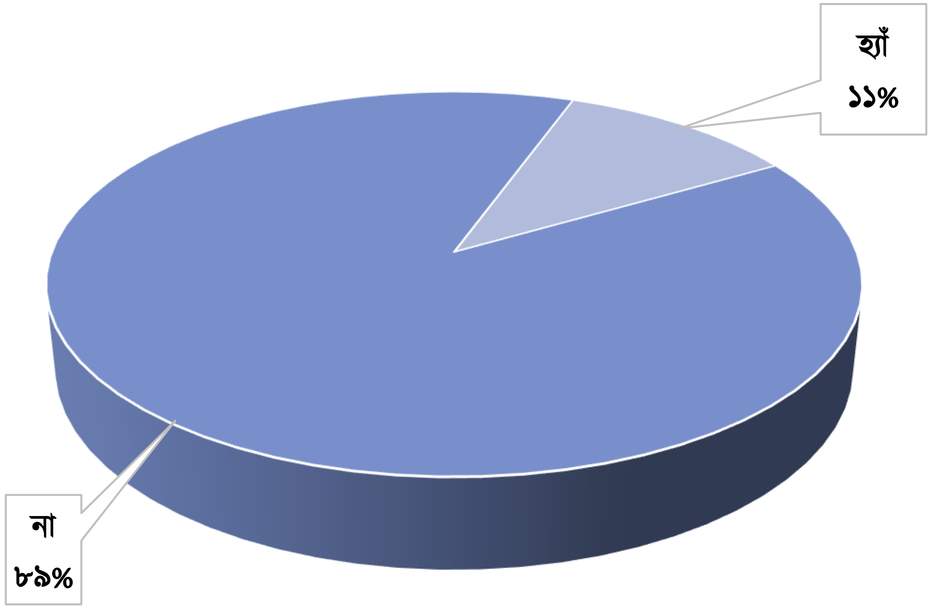

শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

- আলোচ্য বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য বিভিন্নমূখী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় বলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ বলেছেন। এক্ষেত্রে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিভিন্ন মেয়াদী পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও ফলাফল বিবেচনায় নেওয়া হয়।

- শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ পরীক্ষা, আর পরীক্ষায় নকল হওয়ার বিষয়ে প্রায় ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা হ্যা—সূচক উত্তর দিয়েছেন।

- শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন সাপেক্ষে যারা পিছিয়ে পড়া বা যাদের শিখন ক্ষমতা ধীরগতির তাদের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো দিক-নির্দেশনার কথা জানা যায়নি।

পরীক্ষায় কোন ধরনের নকল হয়না

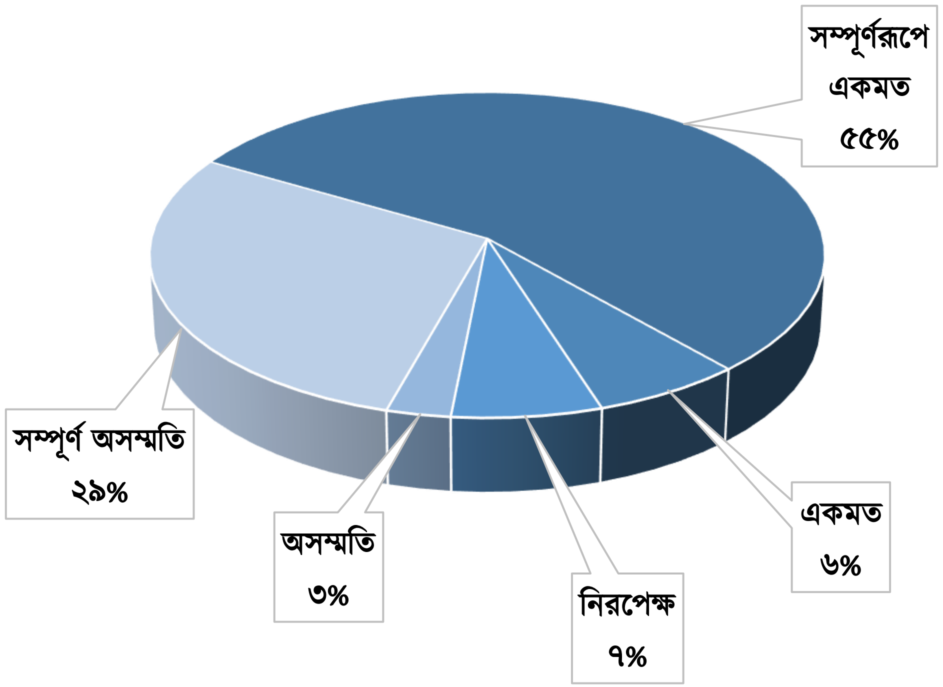

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও এর কার্যক্রম

- জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে বলে তথ্যপ্রদানকারীগণ মতামত দিয়েছেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী এ সকল কমিটিতে যে সংখ্যক সদস্য ও যাদের প্রতিনিধিত্বে কমিটি গঠিত হবার কথা সে বিষয়ে উত্তর সম্পূর্ণ সন্তোষজনক পাওয়া যায়নি।

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির **নির্বাচন নিয়মিত হয় না বলে মনে করেন ২৭ শতাংশ উত্তরদাতা** এবং উক্ত কমিটিসমূহে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নেই বলে মত দিয়েছেন ৯৯ শতাংশ তথ্যপ্রদানকারী।

- কমিটিসমূহে প্রতিনিধিগণের মধ্যে নারীর গড় উপস্থিতি প্রতিটি স্কুল কমিটিতে মাত্র ৩ জন হলেও পুরুষের প্রতিনিধিত্ব গড়ে প্রায় ৭ জন করে রয়েছে। জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব গড়ে মোট সদস্যের মাত্র ৩৬ শতাংশ।

- কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে (শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক ব্যতিত) অধিকাংশ সদস্যই কমিটির সার্বিক কার্যক্রম পরিসর, কার্যক্রমের ধরন, নিয়মিত সভা আয়োজন, আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ, সভার কার্যবিবরণী তৈরি এবং পরবর্তী সভায় বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন না।

- বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়াদির নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা হয় বলে মতামত পাওয়া গেছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ বা সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো কাঠামোর উপস্থিতি নেই। এছাড়া, উত্তরদাতাদের মধ্যে যথাক্রমে ৮% ও ২৮% আর্থিক প্রণোদনা ও শিক্ষার মান নিয়ে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা হয় না বলে মত দিয়েছেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী ও পুরুষ সদস্যের হার

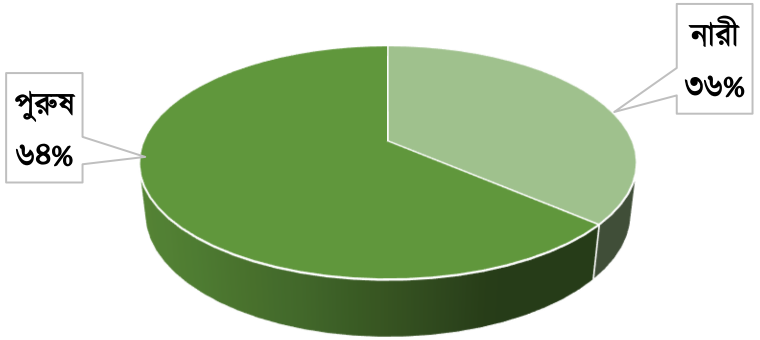

ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এলাকার বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব আছে কিনা?

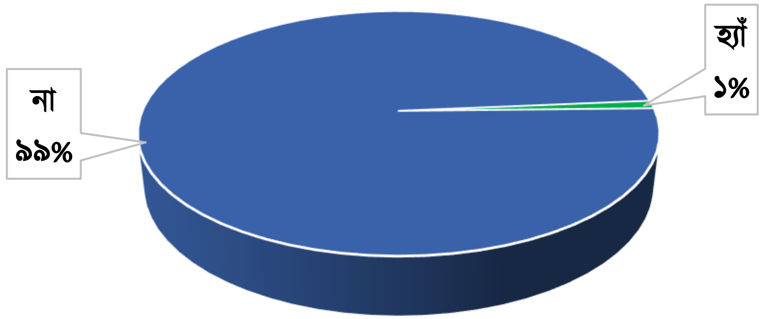

আর্থিক বরাদ্দ

- প্রায় ৪১ শতাংশ উত্তরদাতার মতে সরকারি বৃত্তি এবং এর পরিমাণ সন্তোষজনক নয়।
- বিদ্যালয়ে কোভিড পরবর্তী পুনার্বাসন সহায়তা এসেছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতভাগ ছিল না। জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে কোভিড পরবর্তী কোন অনুদান পায়নি বলে জানিয়েছেন ৬১ শতাংশ উত্তরদাতা। কোভিড পরবর্তী শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়নি বলে মনে করেন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাগণ।
- শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়সমুহে বার্ষিক সরকারি বরাদ্দের পরিমানকে প্রায় ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা যথেষ্ট নয় বলে মত দিয়েছেন।
- যথেষ্ট পরিমাণ সরকারি বার্ষিক বরাদ্দ না থাকার কারণে যে সকল সমস্যা হয় তারমধ্যে অন্যতম হল-
  - ➢ **শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজনীয় পরিমাণে ক্রয় করতে না পারা**
  - ➢ **বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে না পারা**
  - ➢ **পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয়ে শিক্ষক/ইন্সট্রাক্টর যুক্ত করতে না পারা**
  - ➢ **বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছনতা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিতে না পারা**

সরকারি বৃত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট

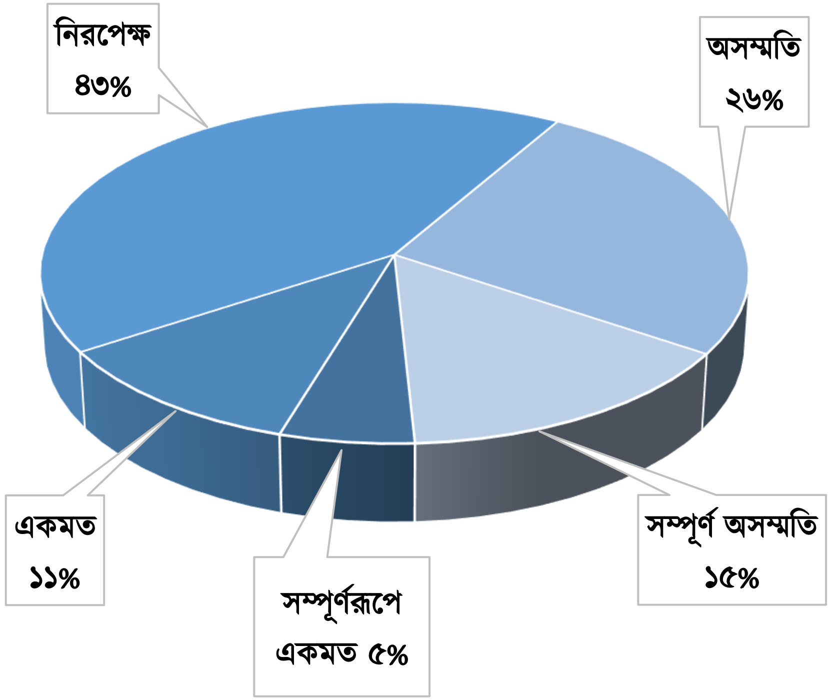

শিক্ষক-অভিভাবক সভা ও মিড-ডে মিল

- ৮৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক-অভিভাবক সভা নিয়মিত হয়। ৪ শতাংশ উত্তরদাতা নিয়মিত সভা হয় না বলে মত দিয়েছেন এবং ১০ শতাংশ উত্তরদানে বিরত থেকেছেন।
- শিক্ষক-অভিভাবক সভা নিয়মিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারন, এ সকল সভায় শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ সরাসরি তাদের সন্তানদের শিক্ষা অগ্রগতি, সমস্যা এবং মতামত দিতে পারেন।
- জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে এবং অন্যান্য তথ্যপ্রদানকারী প্রত্যেকেই শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিল চালু করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি যেমন বাড়বে তেমনি বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হারও কমবে। পুষ্টির চাহিদা অনেকাংশে পূরণের পাশাপাশি দারিদ্রতার কারণে বাল্যবিবাহের প্রবণতাও অনেক ক্ষেত্রে কমে আসতে মিড-ডে মিল এর ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা।

শিক্ষক-অভিভাবক সভা নিয়মিত হয়

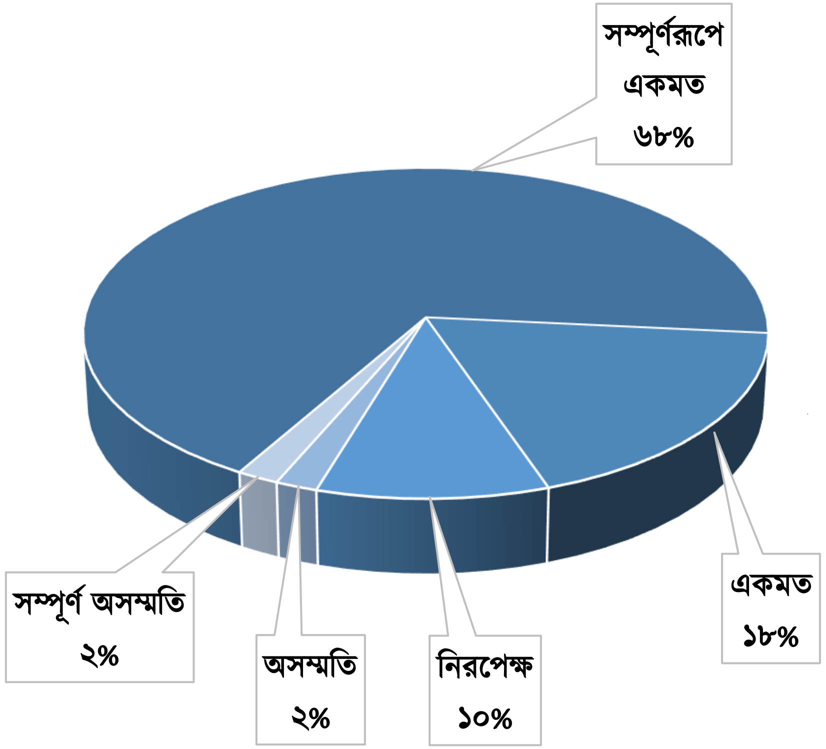

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ

- প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ, শিক্ষার অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনাগত কাজে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ, শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিবীক্ষণ এখনও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের তত্ত্বাবধানে (জরিপকৃত) এলাকার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও আর্থিক বরাদ্দ প্রাক্কলন করা যায়। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা প্রকৌশল অধিদপ্তর করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যা বরাদ্দ আসছে তা সবধরনের সমস্যা মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। স্থানীয় অবকাঠামো পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে স্থানীয় পর্যায়ে বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিৎ। অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভৌগলিক বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষা অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ, দক্ষ শিক্ষকের অভাব শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। বিশেষ করে ডিজিটাল শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা। ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম উপকরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ জনবল নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় ভিত্তিক পরিকল্পনা করতে হবে। পাঠ্যক্রম বহিভূর্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক/জনবল নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন।
- অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো আচরণগত বৈষম্য বিরাজমান। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ে ও স্থানীয় প্রশাসন পর্যায়ে শূন্য সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এখনও সীমিত। এ বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন, যেমন- সকল ভাষায় বই সরবরাহ, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ

- গ্রন্থাগার স্থাপন ও শিশুদের উপযোগী বইয়ের যোগান, শিক্ষার্থীদের জন্য কমনরুম, খেলাধূলার জন্য সুপরিসর মাঠ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখনও যায়নি। প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার তৈরি করা এবং মানোন্নয়ন জরুরি। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে বই বা অনুদান সংগ্রহ করা যেতে পারে। বই পড়াকে নিয়মিত সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।
- কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে অনেকসময় শিক্ষার্থীদের হাতে যথাসময়ে বই তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সময়মত বই বিতরণ নিশ্চিত করতে সকল পক্ষের একসাথে কাজ করতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে এখনো পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর গড় সংখ্যা বিচেনায় নিয়ে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, বিদ্যমান শ্রেণীকক্ষের সংস্কার, শ্রেণীকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা এবং পাঠ উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে।
- সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের জন্য পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা সবক্ষেত্রে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকা এবং বাথরুম পরিষ্কার করার সামগ্রী সরবরাহ যথেষ্ঠ না থাকাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি সাধারণ চিত্র। নিচু ক্লাসের ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের পানি পানের জন্য টিউবয়েলের ব্যবহার অসুবিধাজনক। বাথরুমের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। নিচু ক্লাসের ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের পানি পানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পানি আর্সেনিক মুক্ত কি না তা দেখতে হবে।
- অনেক বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর না থাকা ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঝুঁকির কারণ। যা অভিবাবকদের জন্য বাড়তি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর তৈরি প্রয়োজন।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অবকাঠামো ও দক্ষ মানবসম্পদ নেই। পর্যায়ক্রমে এ বিষয়ে সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প তৈরি করতে হবে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মানোন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না তা নিয়মিত নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- শ্রেণীকক্ষে শিখন কার্যক্রমের নিম্নমান এবং প্রাইভেট টিউটরের নিকট পড়তে না পারার কারণে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হারও সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে টিউশনি করার চাপ অনেকেই বোধ করেন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়েই শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারি ভাবে দক্ষ শিক্ষকের ক্লাস ভিডিও রেকর্ড করে সব বিদ্যালয়ে প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি, শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবক প্রতিনিধিগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকা, অনেক ক্ষেত্রে দূর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত করে চলেছে। শিক্ষা কার্যক্রম, শিখণ অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, অভিভাবক প্রতিনিধি, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং নারীদের অংশগ্রহণ অনুপাত বাড়ানো প্রয়োজন।
- শিক্ষা কার্যক্রমে নতুনত্ব, সৃজনশীল বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা নিতে স্থানীয়ভাবে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন, মিডিয়া ও শিক্ষা গবেষকগণকে যুক্ত করা প্রয়োজন।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো উল্লেখযোগ্য হারে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। সামাজিকভাবে শিশু শ্রম ও বাল্য বিবাহ দূরীকরণের উদ্যোগ ও ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে। ঝরে পড়া রোধে যে সকল এলাকায় দারিদ্র্যের হার বেশি সেসকল এলাকায় উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে।
- কোভিড সময়কালে শিখন ক্ষতি বিবেচনায় আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের ক্ষতির পরিমাণ বেশি। কিন্তু এখনও বিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষ কোন কার্যক্রম নেই। এক্ষেত্রে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষকদের সরকারিভাবে যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- সার্বিকভাবে সরকারি অনুদান খরচের ক্ষেত্রে সাধারণ সভার মাধ্যমে বছরের শুরুতে এবং শেষে বাজেট পরিস্থিতি ও মতামত সংগ্রহে বিদ্যালয় কমিটি উন্মুক্ত সভা আয়োজন করতে পারেন, যেখানে জনপ্রতিনিধি, সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সাধারণ জনগণ বিশেষত অভিভাবকগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন। এতে সামাজিকভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে স্থানীয় অংশীদারিত্ব এবং মালিকানা উন্নত হবে।

ধন্যবাদ

cpd.org.bd cpd.org.bd cpdbd CPDBangladesh